ঝিনাইদহে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আত্মহত্যা, ডেঙ্গু, জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রম, মানসম্মত শিক্ষা, জনসেবা এবং দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ জুলাই) সকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে সদর উপজেলা প্রশাসন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, স্থানীয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে সার্বজনীন পেনশন স্ক্রীম অবহিতকরণের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক

সরকারের বিশেষ উদ্যোগ সার্বজনীন পেনশন স্কীম সম্পর্কে গ্রামের মানুষদের অবহিতকরনের লক্ষ্যে ঝিনাইদহের কালীচরণপুর ইউনিয়নে বিশেষ

উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ জুলাই) সকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা প্রশাসন ও তথ্যকেন্দ্র এ বৈঠকের আয়োজন করে । সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সজল কুমার দাস, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, স্থানীয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশের সর্বস্তরের জনগণের কথা বিবেচনা করে সরকার এ পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশি নাগরিক এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। সামাজিক নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ আর্থিক সুবিধা নেওয়ার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী পেনশন স্কীমের আওতায় আনার আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে মটর সাইকেল দূর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু

মটর সাইকেল দূর্ঘটনার ১২ ঘন্টা পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে মারা গেলেন ফারুক হোসেন (৬৫) নামের এক কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। তিনি কোটচাঁদপুর গাবতলা পাড়ার মৃত ডাক্তার ইউসুফ আলীর ছেলে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের ছেলে ফরিদ হোসেন বলেন, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আমার পিতা তাঁর কর্মস্থল সমিতির কাঠ মিলের অফিস থেকে বাড়ি আসছিলেন। এ সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে মটর সাইকেলের ধা্ক্কায় পড়ে যান। এতে করে

গুরুতর আহত হন তিনি।স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর যশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন না দেখে রাতেই ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওখানে চিকিৎসা চলছিল। সোমবার সকাল ৭ টা দিকে ওনি মারা যান।
ফারুক হোসেন (৬৫) ছিলেন ৭ সন্তানের জনক। তিনি ছিলেন কোটচাঁদপুর কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। ওখানেই তিনি তাঁর জীবনের ২৬ বছর পার করেছেন।

এ দিকে ফারুক হোসেনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছেন পরিবারটিতে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে তাঁর বাড়িতে অসংখ্য গুনাগ্রহীরা ভিত জমাতে থাকেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি থানায়। অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গাজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গাজা ও নগদ অর্থ সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে শৈলকুপা পুলিশ। গতকাল রবিবার(১৫ জুলাই) মধ্য রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত শৈলকুপা উপজেলায় উমেদপুর ইউনিয়ন গাড়াগঞ্জ এর গারাখোলা গ্রামের মৃত মান্নান শেখ এর ছেলে মুক্তর হোসেন (৫০)।

শৈলকূপা থানার এসআই মনিরুজ্জামান হাজরা জানান মুক্তার দীর্ঘদিন ধরে গাড়াগঞ্জ, গাড়াখোলা, চন্ডিপুর, মধুপুর,সহ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজার ব্যবসা করে আসছিল। তার জের ধরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এই সময় মুক্তরের বাড়ি থেকে তল্লাসি চালিয়ে (৫২৫) গ্রাম গাজা ও নগদ এক লক্ষ চৌদ্দ

হাজার (১,১৪১০০) টাকা উদ্ধার করা হয়। তনি আরো বলেন এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে কোঠা বিরোধীদের পদযাত্রা ও সমাবেশ

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে সারাদেশর ন্যায় ঝিনাইদহেও কর্মসূচী পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রবিবার ১১ টায় শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। পরে সেখান থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হয়। এতে কোঠা বিরোধী নানা শ্লোগান দিতে থাকে তারা। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। সমাবেশে শিক্ষার্থী শারমিন সুলতানা, রিহান হোসেন, নুসরাত জাহান সাথী, ইলমা রহমান, স্বাধীন হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কেসি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রদাণ করেন।

বক্তারা, কোটাবৈষম্য নিরসনে সংসদে আইন পাশের লক্ষ্যে জরুরি অধিবেশন আহ্বান এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে সাধারণ ছাত্র

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(ক্রাইম এন্ড অবস) মহিদুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তপন কুমার কুন্ডু, ওসি তদন্ত আকতারুজ্জামান লিটন, ওসি অপারেশন সুজন কুমার মন্ডল, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আহসানুর রহমান সহ অনেকেই। আয়োজকরা জানায়, সদর উপজেলার হাটগোপালপুরে অন্তত অর্ধশত চালকলসহ ৫ শত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওই এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮ টি পয়েন্টে ৩২ টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বাজারের পাশে অবস্থিত হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্প থেকে ক্যামেরাগুলো মনিটরিং করা হবে। এতে এলাকার ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে ব্যবসায় করতে পারবে বলে জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

ঝিনাইদহে ৬’শ পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য বিতরণ

ঝিনাইদহে অসহায় ৬০০ পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভা চত্বরে এ শিশুখাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদি হিজল।

সে সময় পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু, সচিব মোস্তাক আহম্মেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। পরে দিনভর শহরের বিভিন্ন এলাকার ৬০০ শিশুর জন্য উন্নতমানের শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানায়, ১ দিন থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর ও শিশুদের খাবার হিসেবে প্যাকেটজাত দুধ বিতরণ করা হয়।

শিশুখাদ্য পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র পরিবারগুলো।

ঝিনাইদহে আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত গরুর খামার

ঝিনাইদহ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের উপশহর পাড়া এলাকায় এলাকায় যত্রতত্র নির্মাণ করা হয়েছে গরুর খামার। বাতাসের সাথে ছড়ানো গোবরের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। বায়ু দূষণসহ মানুষকে নানা রকম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা যায়, খামার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে দুর্গন্ধের কারণে ঐ এলাকায় কেউ বাসা ভাড়া নিতে চায় না। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিকাংশ ভাড়াযোগ্য বাড়ি খালি থাকছে। অনেকে আবার নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছে। এছাড়াও গোবর-চুনা ও খামারের কারণে আশেপাশের বাড়িতে অবস্থানরত মানুষেরা দুর্বিসহ জীবন-যাপন করছে। গোবরের চুনার দূর্গন্ধে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার মতো পরিবেশ টুকু ও নেই। খামারের দুর্গন্ধে এলাকায় বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ দূষণ ও জনদূর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেতে বারবার অভিযোগ দেবার পর মালিকদের দারস্থ হয়েও কোনো ফল পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই এলাকার বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মরহুম উজ্জ্বল বিশ্বাসের শ্বশুর জাহাঙ্গীর নিয়মনীতি না মেনে পরিবেশ দূষণ করে গরুর খামার স্থাপন করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর তার নিজ জমিতে নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে গরুর একটি খামার স্থাপন করেছে। খামারটির আশপাশে মলমূত্র ও গোবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওই গোবর, ময়লা- আবর্জনা খামারের পাশেই কোন রকম গর্ত করে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া আবাসিক এলাকায় অবস্থিত খামারের মলমূত্র, পানিনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। খামারের চারপাশে রয়েছে বসতবাড়ি। এসব বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া সামান্য বৃষ্টিপাতে মলমূত্র ও গোবর পানির সাথে মিশে পচা দূর্গন্ধ ছড়ানো সহ মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে চলেছে।

পৌরসভার বিদ্যমান নীতি ও আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫’র সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্বেও এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গরুর খামার

স্থাপনে বিদ্যমান আইনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে, স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশেই গরুর খামার। গরুর গোবর ও মলমূত্র থেকে সব সময় দুর্গন্ধ ছড়ায়। বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

খামারের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, দুর্গন্ধে আমাদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছেনা। নোংরা পরিবেশের কারণে মশার উপদ্রপ বেড়েছে। যা ডেঙ্গু বিস্তারের অন্যতম কারণ। আমরা এর স্থায়ী প্রতিকার চাই।

ওই এলাকার বাসিন্দা উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নারায়ণ বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে আমাদের এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গরুর খামার ও গোবরের দুর্গন্ধে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছি। এ বিষয়ে পৌরসভায় একাধিকবার অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। গরুর খামার মালিক জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হবার পর তার এক নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করা হয়।

এ বিষয়ে পৌরসভার মেয়রের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ব্যক্তিগত সহকারী জানান, স্যার ঢাকায় আছে। ঢাকা থেকে আসার পর কথা বলতে পারবেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মুন্তাছির রহমান জানান, জনগণের ভোগান্তি ও দূর্ভোগ সৃষ্টি করে আবাসিক এলাকায় গবাদিপশু পালনের কোন সুযোগ নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে ফোন দিলে তিনি মুঠোফোনটি রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ মনোজিত কুমার মন্ডল বলেন, এ বিষয়ে কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। এটা স্থানীয় সরকারের কাজ। যদিও আবাসিক এলাকায় গরু পালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তবুও কেউ যদি গরু পালন করতে চাই সেক্ষেত্রে জনগণের যেনো কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

পৌরসভার আবাসিক এলাকায় বে-আইনীভাবে গড়ে ওঠা পরিবেশ বিধ্বংসী গরুর খামারের ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে স্কুল মাঠ দখল করে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী, স্বাস্থ্যঝুকিতে শিশু- শিক্ষার্থীরা

শিশু শিক্ষার্থীরা যে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে আনন্দের সাথে খেলবে, সেই মাঠ জুড়ে খেলার পরিবর্তে রাখা হয়েছে সড়কের নিমার্ণ সামগ্রী। খেলাধুলাতো বাদই দিলাম বালু, ইটের ধুলা আর বিটুমিনের দুর্গন্ধে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে শিশুরা পড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ময়লা-মাটি মেখে বাড়িতে ফিরছে আর ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে অভিভাবকদের মধ্যে। এই অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খড়াশুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ওই স্কুলের মাঠ দখল করে চলছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ। স্কুল মাঠ ভাড়া দিয়ে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী রাখার অভিযোগ উঠেছে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের খেলার মাঠে সড়ক সংস্কারের নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে। মাঠের একটি বড় অংশজুড়ে ফেলে রাখা হয়েছে পাথর। মাঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে পাথরের কুচি। মাঠের ভেতর রয়েছে ভারী-ভারী যন্ত্র। মাঠের মধ্যে ওঠা-নামা করছে পাথরবোঝাই ট্রাক ও ভারী যন্ত্র। মাঠটির পশ্চিম পাশে রাস্তার সাথে পাথর-বালু মিশ্রণের জন্য প্লান্ট মেশিন বসানো আছে। বিকট শব্দে চলছে সেটি। রাস্তার সাথে মাটি খুঁড়ে পিচ (বিটুমিন) গলানোর চুলা স্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর ধুলাবালি এবং বিটুমিন গলানোর কাজে ব্যবহৃত টায়ার পোড়ানোর তীব্র কালো ধোঁয়ায় যেন ওই এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এতে করে মাঠের চরম ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি শিশু শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে অসুবিধাসহ শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের শিশু কিশোর শিক্ষার্থীরা পড়েছে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে।

জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের তৈলকুপা স্কুল মাঠের সামনের রাস্তার কাজ চলছে। যা খড়াশুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দুরের পথ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছে জানতে চাইলে তারা বলছেন তাদেরকে না জানিয়ে এগুলো করা হচ্ছে। শুক্রবার রাতের আধারে এটি ফেলা হয়েছে। তারা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

মাঠ সংলগ্ন খড়াশুনী গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্কুলের খেলার মাঠে নির্মাণ সামগ্রী রাখাসহ পরিবেশ দূষণকারী টায়ার পুড়িয়ে বিটুমিন গরম করার সময় দুর্গন্ধে এলাকায় থাকা দায়। প্রতিবাদ করেও কোনো কাজ হয়নি। আশপাশের এলাকার ভেতরে ছেলে মেয়েদের একটি মাত্র খেলাধুলার মাঠ এটি। সেটাও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিয়েছেন বলে শুনেছি। খেলার মাঠ বন্ধ থাকায়, শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারছে না। স্কুল মাঠ দখল করে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী রাখার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। তারা প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নওশের আলী, ফরিদ হোসেন মানিক, স্থানীয় হযরত আলী বিশ্বাস ও ব্যবসায়ী রিপন বিশ্বাস এ ঘটনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদককে সংবাদ না ছাপানোর জন্য বলা হয়। এছাড়াও বলেন তারা দু’একদিনের মধ্যে সকল মালামাল সরিয়ে নিবে।

নলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম রিপন জানান, বিষয়টি আমি অবগত আছি। তাদেরকে একাধিকবার বলার পরেও তারা কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খালেকুজ্জামান জানান, বিষয়টি প্রধান শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন। আমি ছুটিতে থাকায় ব্যবস্থা নিতে পারছি না। অফিসে এসে বিষয়টি দেখব।